

সংশোধনাগার

জেলায় একটি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, তিনটি উপ সংশোধনাগার এবং একটি মুক্ত সংশোধনাগার আছে। এর বইরে রয়েছে একটি বোর্স্টাল স্কুল। ১৯৭৯ এর জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে তখন জেলায় একটি বিশেষ সংশোধনাগার(স্পেশাল জেল) ছিল। ১৯৬০ সালে এই বিশেষ সংশোধনাগার ব্যতীত অন্য সংশোধনাগার গুলিতে মোট বন্দী রাখা যেত ১৩৫৪ জন। সারণী দেখলে এ বিষয়ে পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণী—

সংশোধনাগার	পু(ষ বন্দী	নারী বন্দিনী	মোট
কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার	১২০৬	৫৬	১২৬২
কান্দী উপ-সংশোধনাগার	১৭	২	১৯
জঙ্গীপুর উপ-সংশোধনাগার	২০	৩	২৩
লালবাগ উপ-সংশোধনাগার	৪০	১০	৫০

সূত্রঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯
১৯৭৯ সালের গেজেটিয়ার ১৯৫৬-১৯৬০ কালপর্বে এই সংশোধনাগারগুলিকে দৈনিক গড় বন্দী সংখ্যা কত ছিল তা উল্লেখিত হয়েছিল। এই সারণীটি এখানে পুনরায় উল্লেখিত হ'ল।

সারণী—

সংশোধনাগারগুলিতে দৈনিক গড় বন্দীসংখ্যা(১৯৫৬-১৯৬০)

সংশোধনাগার	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০
কেন্দ্রীয়					
সংশোধনাগার	৭৫৫.৪৩	৮৪৫.৮৪	৯৯৫.৬৯	১২৩৫.৬৯	১০৩৯.৪৭
কান্দী উপ					
সংশোধনাগার	১৪.৯৬	১৬.৫২	১৩.২১	১৯.২০	৩৭.৬৬
জঙ্গীপুর উপ					
সংশোধনাগার	৩০.৩৯	৪৫.২২	৪৮.৯২	২৬.৮৭	২২.১৩
লালবাগ উপ					
সংশোধনাগার	২৯.৩৮	৫১.০৭	৪৯.৩৫	৪২.৭৯	৪৮.৩২

সূত্রঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ
এখন জেলার সংশোধনাগার গুলির সম্মিলিত বন্দীধারণ (মতা ২১৮৩। সংশোধনাগার গুলির প্রতিটির বন্দীধারণ (মতা ও বন্দীর সংখ্যা সারণী- তে দেওয়া হ'ল।

সারণী

সংশোধনাগার	বন্দীধারণ (মতা	বন্দীসংখ্যা
কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার	২০২২	১৫৮২
কান্দী উপ সংশোধনাগার	১৯	৯৪
লালবাগ উপ সংশোধনাগার	৫০	৪৭
জঙ্গীপুর উপ সংশোধনাগার	২৩	২৩
লালগোলা মুক্ত সংশোধনাগার	৬৯	২০

সূত্র সং(ই-স্ট সংশোধনাগার অধী(কদের দেওয়া তথ্য

লালগোলা মুক্ত সংশোধনাগার

পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মুক্ত সংশোধনাগারটি এ জেলার লালগোলা ব্লকের লালগোলায় অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে লালগোলা রাজবাড়ীর একাংশ ও সংলগ্ন এলাকা সরকারী কাজের জন্য কিনে নেন। পরে সেখানে তৈরী হয় মহিলা উন্মাদাগার। এখনো এলাকার প্রাচীন লোকেদের কাছে এটি মেন্টাল হসপিটাল বলে পরিচিত।

পরবর্তীকালে সেই উন্মাদাগারটিতেই তৈরী হয় লালগোলা মুক্ত সংশোধনাগার। ১৯৮৭ সালের ৩১ শে জানুয়ারী লালগোলা মুক্ত সংশোধনাগারের উদ্বোধন করেন তৎকালীন কারামন্ত্রী যতীন চত্র(বর্তী মহাশয়। মাত্র ১১ জন বন্দী নিয়ে লালগোলা মুক্ত কারা তার যাত্রা শু(করে। যে কোন বন্দীকে মুক্ত(কারায় পাঠানো হয় না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের সাজা পেয়েছে এবং বন্দীদের আচার আচরণ তাদের মানসিক অবস্থা সংশোধনাগারের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার ব্যাপারে তাদের অতীত ইতিহাস ইত্যাদি খতিয়ে দেখার পর, ঠিক হয় কাকে মুক্ত(সংশোধনাগারে পাঠানো হবে। সরকার নিযুক্ত(একটি বোর্ড এই নিবাচনের কাজটি করে থাকে। এই বোর্ডে থাকেন জেলা সমাহর্তার একজন প্রতিনিধি, জেলা আর(াধ্য(ে র একজন প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের অধী(ক এবং এই সংশোধনাগারের সমাজকল্যাণ আধিকারিক। আই জি(প্রিজনের) প্রতিনিধি এই বোর্ডের সভাপতিত্ব করেন।

বোর্ড মমোনীত বন্দীরা মুক্ত(সংশোধনাগারে জায়গা পান। সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন সংশোধনাগারে হাজিরাপর্ব শেষ হবার পর বন্দীরা বেরিয়ে যেতে পারেন। তারা এভাবে কোন উপার্জন হয় এমন কাজের সঙ্গেও যুক্ত(হতে পারেন। সন্ধ্যায় হাজিরা পর্ব শু(হবার আগেই বন্দীদের সংশোধনাগারে ফিরে আসতে হয়। এখানে পুলিশী রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বন্দীরা প্রতি বৎসর পরিবারের সঙ্গে কাটানোর জন্য ১৫ দিন করে ছুটি পান। বাড়ী থেকে বিশেষ কোন কাজে আমন্ত্রণ এলে এরা বাড়ীতে ছ'ঘন্টা থকার অনুমতিও পেয়ে থাকেন। বন্দীজীবনেও এখানে মুক্ত(জীবনের স্বাদ পান বন্দীরা।

